Hussain Shahi Rule in Bengal, 1493-1538 A.D.) ঃ

১৪৯৩ খ্রিস্টাব্দে হোসেন শাহের সিংহাসন আরোহণের সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারময় যুগের অবসানে বাংলার ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল যুগের সূচনা হয়। সমগ্র মধ্যযুগে বাংলার স্বাধীন সুলতানদের মধ্যে আলাউদ্দিন হোসেন শাহ ছিলেন সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। এই বংশের দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের শাসনকাল নানা কারণে বাংলার ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। শান্তি-শৃঙ্খলা, রাজনৈতিক স্থিতি, ধর্মীয় সহিষ্ণুতা, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং সাংস্কৃতিক উন্নয়ন এই যুগের বৈশিষ্ট্য।

• (ক) আলাউদ্দিন হোসেন শাহ, ১৪৯৩-১৫১৯ খ্রিঃ (Alauddin Hussain Shah, 1493-1519 A.D.) ঃ

আলাউদ্দিন হোসেন শাহের আদি পরিচয় এখনও রহস্যাবৃত। মুদ্রা ও শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, তিনি আরব বা তুর্কিস্তানের সন্তান। *'রিয়াজ-উস্-সালাতিন'* নামক গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, তিনি তাঁর পিতা সৈয়দ আসরফ-এর সঙ্গে বাংলায় আসেন এবং মুর্শিদাবাদের চাঁদপাড়া গ্রামে বসবাস করতে থাকেন। অনেকের মতে তিনি বহিরাগত নন—বাংলারই সন্তান। রংপুর জেলার অন্তর্গত দেবনগর গ্রামে তাঁর জন্ম। বাবরের *'আত্মজীবনী'*-তে হোসেনের পুত্র নসরৎ শাহকে *'নসরৎ শাহ বাঙালি'* বলে উল্লেখ করা হয়েছে। *ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার*-এর মতে, তিনি বিদেশি নন—বাঙালি ছিলেন। বহু পূর্বে বাংলায় আগত সম্ভবত কোনও সৈয়দ পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। পরে নিজ প্রতিভাবলে তিনি মুজাফ্ফর শাহের 'উজির' পদে নিযুক্ত হন।

আদি পরিচয়

হোসেন শাহ কীভাবে সিংহাসনে বসলেন সে সম্পর্কেও ঐতিহাসিকরা একমত নন। *হাবসি নিজামউদ্দিন* রচিত *'তবাকৎ-ই-আকবরী'* অনুসারে হোসেন শাহ তাঁর প্রভু মুজাফ্ফর শাহকে হত্যা করে সিংহাসনে বসেন। অপরদিকে *'রিয়াজ-উস্-সালাতিন'*-এর লেখক *গোলাম হোসেন* এবং *'তারিখ-ই-ফেরিস্তা'*-র লেখক *ফেরিস্তা*-র মতে মুজাফ্ফর শাহের মৃত্যুর পর হিন্দু-মুসলিম সামন্তদের সমবেত ইচ্ছায় হোসেন শাহ বাংলার সিংহাসনে বসেন।

সিংহাসন লাভ

সিংহাসনে বসে সুলতানের প্রথম কাজ হয় বাংলায় শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা। হাবসি অপশাসন এবং রাজনৈতিক পালাবদলের সন্ধিক্ষণে সেনাবাহিনীর অবাধ লুণ্ঠনে দেশ এক চরমতম নৈরাজ্যের শিকারে পরিণত হয়। (১) তিনি প্রথমেই সেনাবাহিনীর অবাধ লুণ্ঠন

বন্ধ করেন এবং ১২ হাজার সেনার মৃত্যুদণ্ড দিয়ে তাদের দমন করেন। (২) হাবসিদের প্রভাব থেকে বাংলার রাজনীতিকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে তিনি হাবসি প্রাসাদরক্ষী বাহিনী ভেঙে দেন এবং সেনাবাহিনী ও প্রশাসনিক কাজে নিযুক্ত সকল হাবসিকে বাংলা থেকে বিতাড়িত করেন। (৩) হাবসি শাসনকালে বহিষ্কৃত কর্মচারীদের পুনর্বহাল করা হয়। এইভাবে তিনি বাংলায় শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

শান্তিপ্রতিষ্ঠা

■ **রাজ্যজয় ঃ** (১) সিংহাসনে বসে হোসেন শাহকে দিল্লি সুলতানির আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয়। দিল্লির সুলতান সিকান্দার লোদি জৌনপুরের শর্কি বংশের সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শর্কি-কে পরাজিত করে জৌনপুর দখল করেন। পরাজিত জৌনপুর-সুলতান বাংলার সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের কাছে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এতে ক্রুদ্ধ হয়ে সিকান্দার লোদি বাংলা আক্রমণ করেন। সুলতানি বাহিনীর প্রস্তুতির অভাব, রণক্লান্তি বা যুদ্ধভীতি—যে কারণেই হোক দু'পক্ষের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়। স্থির হয় যে হোসেন শাহ আর জৌনপুরের সুলতানকে আশ্রয় দেবেন না। (২) দিল্লি বাহিনী ফিরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আলাউদ্দিন হোসেন শাহ **সমগ্র উত্তর বিহার** জয় করেন। (৩) ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি **কামতাপুর** (কোচবিহার) রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযান পাঠান এবং রাজধানী হাজো পর্যন্ত সকল ভূ-ভাগ বাংলার সঙ্গে যুক্ত করেন। (৪) তিনি **আসাম** রাজ্য আক্রমণ করলেও তাঁর এই অভিযান ব্যর্থ হয়। (৫) তিনি **উড়িষ্যা** আক্রমণ করলে উড়িষ্যা-রাজ প্রতাপরুদ্র তাঁকে বাধা দেন। শেষ পর্যন্ত বাংলা-উড়িষ্যা সীমান্তে *মান্দারান দুর্গ*টি তিনি জয় করেন। (৬) **ত্রিপুরা** জয়ের উদ্দেশ্যে তিনি পর পর চারটি অভিযান পাঠান। শেষ পর্যন্ত তিনি ত্রিপুরার একটি ক্ষুদ্র অংশ জয় করতে সক্ষম হন। (৭) যাই হোক, তিনি এক বিশাল রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। সমগ্র বাংলাদেশ এবং বিহারের এক ব্যাপক অংশ এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এছাড়া কামরূপ, কামতাপুর, উড়িষ্যা ও ত্রিপুরার কিছু অংশ সাময়িকভাবে এর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

দিল্লির সুলতানের সঙ্গে বিবাদ

উত্তর বিহার, কুচবিহার, আসাম, উড়িষ্যা ও ত্রিপুরা জয়

রাজ্যের আয়তন

■ **হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি ঃ** তিনি উদার ও সুদক্ষ শাসক ছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হয়। (১) হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে গুণবান ব্যক্তিদের তিনি উচ্চ রাজপদে নিয়োগ করতেন। **রূপ** ও **সনাতন গোস্বামী**—দুই ভাই ছিলেন তাঁর শাসনব্যবস্থার স্তম্ভস্বরূপ। রূপ ছিলেন রাজস্বসচিব ('সাকর মল্লিক') এবং সনাতন ছিলেন সুলতানের ব্যক্তিগত কর্মাধ্যক্ষ ('দবীর-ই-খাস')। **অনুপ** ছিলেন মুদ্রাশালার অধ্যক্ষ। এ ছাড়াও **বল্লভ, শ্রীকান্ত, চিরঞ্জীব সেন, মুকুন্দ দাস, দামোদর, কেশব খান, যশোরাজ খান** প্রমুখ হিন্দুরা তাঁর অমাত্য, কর্মচারী ও চিকিৎসক পদে নিয়োজিত ছিলেন। (২) হিন্দু-মুসলিম বৈষম্য দূর করার উদ্দেশ্যে সত্যপিরের পূজার প্রবর্তন তাঁর এক উল্লেখযোগ্য কীর্তি। সংস্কৃত থেকে 'সত্য' এবং আরবি থেকে 'পির' শব্দ দুটি নিয়ে তিনি বাংলায় হিন্দু-মুসলিম সবার জন্য 'সত্যপিরের' পূজা প্রচলন করেন। সত্যপির হল সত্যনারায়ণের বিকল্প সংস্করণ। 'সত্যনারায়ণের সিন্নি' কথাটি আজও বাংলায় প্রচলিত। অন্য দেবদেবীর

রাজকর্মচারী

সত্যপিরের পূজা

প্রসাদকে কিন্তু 'সিন্নি' বলা হয় না। (৩) কথিত আছে যে, নবদ্বীপের কাজির শ্রীচৈতন্যের নগর-সংকীর্তনের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের সংবাদে হোসেন শাহ খুবই ব্যথিত হন এবং তিনি এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের ব্যবস্থা করেন। ডঃ *হাবিবউল্লাহ* বলেন যে, তাঁর উদ্যোগে তৈরি এই উদার শাসনতান্ত্রিক পরিমণ্ডলের জন্যই শ্রীচৈতন্যের পক্ষে প্রেমধর্মের প্রচার করে বাংলায় সাংস্কৃতিক নবজাগরণ ঘটানো সম্ভব হয়। হোসেন শাহের এই উদারতার জন্যই ঐতিহাসিকরা তাঁকে মহান মোগল সম্রাট আকবরের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তাঁর উদারতায় মুগ্ধ হিন্দুরা তাঁকে *'নৃপতি তিলক'*, *'জগৎ-ভূষণ'* প্রভৃতি অভিধায় ভূষিত করে।

শ্রীচৈতন্যদেব

■ **সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ঃ** শিক্ষা, শিল্প ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক হিসেবেও তিনি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। আরবি-ফারসি সাহিত্যের উজ্জ্বল দিনে হোসেন শাহ ছিলেন বঙ্গভাষা ও সংস্কৃতির উল্লেখযোগ্য পৃষ্ঠপোষক। তাঁর রাজস্ব-সচিব রূপ গোস্বামী *'বিদগ্ধমাধব'* ও *'ললিতমাধব'* নামে দুটি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন। চৈতন্যচরিত-বিষয়ক গ্রন্থগুলি—বিশেষত *'চৈতন্য ভাগবত'*, *'চৈতন্য চরিতামৃত'*, বিপ্রদাসের *'মনসামঙ্গল'* প্রভৃতি গ্রন্থগুলি তাঁর আমলেই রচিত হয়। বাংলার পদাবলী সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর নাম জড়িয়ে আছে। **মালাধর বসু, বিজয় গুপ্ত, যশোরাজ খাঁ, দামোদর, কবিরঞ্জন** প্রমুখ তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা অর্জন করেন। হোসেন শাহের সেনাপতি পরাগল খাঁ-র পৃষ্ঠপোষকতায় **কবীন্দ্র পরমেশ্বর** 'মহাভারতের' বঙ্গানুবাদ করেন। পরাগল খাঁ-র পুত্র ছুটি খাঁ-র পৃষ্ঠপোষকতায় **শ্রীকর নন্দী** মহাভারতের 'অশ্বমেধ পর্ব' বাংলায় অনুবাদ করেন।

সাহিত্য

নির্মাতা হিসেবেও তিনি প্রশংসার দাবি রাখেন। বাংলার বিভিন্ন জেলায় তিনি প্রচুর প্রাসাদ, তোরণ, মসজিদ, মক্তব, মাদ্রাসা, সরাইখানা, হাসপাতাল, বাঁধ ও রাস্তাঘাট নির্মাণ করেন। গৌড় নগরীকে তিনি স্থাপত্যকার্যের দ্বারা সুসজ্জিত করেন। গৌড়ের *গুণমন্ত মসজিদ*, *দরমাবারি মসজিদ*, ফিরোজপুরের *ছোটোসোনা মসজিদ*, বীরভূমের *বাদশাহি সড়ক* এবং গণ্ডক নদীর বাঁধ তাঁর অনবদ্য সৃষ্টি।

নির্মাতা

তাঁর এইসব উচ্চ গুণাবলীর জন্য ঐতিহাসিকরা হোসেন শাহের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। ডঃ *কালীকিঙ্কর দত্ত* তাঁকে মধ্য যুগের বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাধিক জনপ্রিয় শাসক বলে অভিহিত করেছেন। *অধ্যাপক এন. বি. রায়* তাঁর রাজত্বকালকে "মধ্য যুগের বাংলার সর্বাপেক্ষা গৌরবজনক অধ্যায়" বলে চিহ্নিত করেছেন।[১] *স্যার যদুনাথ সরকার* বলেন যে, তিনি ছিলেন প্রশ্নাতীতভাবে মধ্য যুগের বাংলার, মহত্তম না হলেও, সর্বোত্তম শাসক।[২]

উপসংহার

---

[১] "His reign may justly be looked upon as the most glorious in Medieval Bengal."—Prof. N. B. Roy

[২] "Alauddin Hussain Shah was unquestionably the best, if not the greatest, of the medieval rulers of Bengal."—J. N. Sirkar.

● (খ) নসরৎ শাহ, ১৫১৯-১৫৩২ খ্রিঃ (Nasrat Shah, 1519-1532 A.D.) :

প্রথম পর্ব শান্তির যুগ

হোসেন শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র নসরৎ শাহ বাংলার সিংহাসনে বসেন। তিনি মোট চোদ্দো বছর রাজত্ব করেন। তাঁর রাজত্বের প্রথম সাত বছর শান্তিতে অতিবাহিত হয় এবং এ সময় তিনি শিল্প ও সংস্কৃতির উন্নতিতে আত্মনিয়োগ করেন।

মোগল-বিরোধী শক্তিজোট গঠন

তাঁর রাজত্বের দ্বিতীয়ার্ধ বাংলা সুলতানির পক্ষে এক সংকটময় কাল। ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে দিল্লির সুলতান ইব্রাহিম লোদিকে পরাজিত করে কাবুলের অধিপতি বাবর দিল্লির সিংহাসনে বসেন। (১) এ সময় উত্তর ভারত থেকে বিতাড়িত আফগানরা পূর্ব ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। জৌনপুরের লোহানি-বংশীয় বাহর খাঁ লোহানি, বিহারের শের খাঁ, লোদি রাজবংশের মামুদ এবং বাংলার সুলতান নসরৎ শাহ একটি মোগল-বিরোধী শক্তিজোট গঠন করেন। এই শক্তিজোট স্থায়ী হয় নি। (২) ১৫২৯ খ্রিস্টাব্দে বাবরের সঙ্গে নসরৎ শাহের সংঘর্ষ হয় এবং তাতে তিনি পরাজিত হয়ে বাবরের মৌখিক আনুগত্য মেনে নেন। (৩) ১৫৩০ খ্রিস্টাব্দে বাবরের মৃত্যুর পর ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের জন্য আফগানরা আবার সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং পূর্ব ভারতে আবার মোগল-বিরোধী একটি শক্তিজোট গড়ে ওঠে। এই জোটকে শক্তিশালী করার জন্য প্রবল মোগল-বিরোধী গুজরাটের বাহাদুর শাহকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়। বাহাদুর শাহের উত্থানে আতঙ্কিত হয়ে বাবর-পুত্র হুমায়ুন তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করলে বাংলা সাময়িকভাবে মোগল আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পায়। নসরৎ শাহ উচ্চ ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় **অহোম**-দের বিরুদ্ধেও একটি অভিযান পাঠান, কিন্তু তা ব্যর্থ হয়। ১৫৩২ খ্রিস্টাব্দে এক আততায়ীর হাতে তিনি নিহত হন।

অহোম রাজ্য আক্রমণ

তিনি শিক্ষা, সাহিত্য ও শিল্পের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। **শ্রীকর নন্দী, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, কবিশেখর** প্রমুখ কবি-সাহিত্যিকরা তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা অর্জন করেন। তাঁর আমলে বহু সুদৃশ্য প্রাসাদ ও মসজিদ নির্মিত হয়। গৌড়ের *বড়োসোনা মসজিদ* ও *কদম রসুল* তাঁর দ্বারা নির্মিত। শিল্প-বিশেষজ্ঞ **ফার্গুসন** বড়োসোনা মসজিদকে গৌড়ের সর্বোৎকৃষ্ট সৌধ বলে অভিহিত করেছেন। তিনি তাঁর পিতার সমাধির উপর *একলাখি সৌধ* নির্মাণ করেন।

শিল্প-সংস্কৃতি